International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 73-87
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বাংলার লোকশিল্পে ইসলামিক মোটিফের প্রভাব

টগরী দাস

জুনিয়র রিসার্চ ফেলো, ইউ. জি. সি., লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সুজয়কুমার মণ্ডল

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the sphere of folklore, folk arts and crafts is a branch of materialized folklore. Designs and motifs are the important parts of decoration of artefacts. The motif refers to a symbol, design, texture, decoration pattern or a dominant idea in artistic work. The socio-cultural, psychological, aesthetical and economical aspect reflected through the traditional motifs and designs of folkarts and crafts. Moreover, it is the reflection of an aesthetic experience and feelings of folk artisan or it is the medium of artistic exposure of any artisan group. Actually, the traditional symbols or designs of folkarts and crafts is called folk motif. There are some categories of motifs of folkarts and crafts. These are: Animal figure centered motif, floral motif, geometrical figure based motif etc. In folk motif, we have seen the extensive influences of religion. In this aspect we can find out the particular religious group based designs and motifs of folkarts and crafts. Generally, these are categorized as Hindu motif, Islamic motif, Buddhist motif etc. As for example, we see the 'Kalka' motif in every folk art form, which the word 'Kalka' derived from Turki-afgan culture as well as it is the contrition from Islamic courtesy. In the field of folkart studies Islamic motif is a thought-provoking subject matter. Through this paper we have discussed about the impact of Islamic motifs on folkarts and crafts tradition of Bengal.

Key-word: folk art and craft, Design, folk motif, Islamic motif

১. ভূমিকা: লোকসমাজের নান্দনিকবোধ ও প্রতীকী ভাবনা লোকশিল্পের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। লোকশিল্পকলা লোকমানসচর্চা ও জীবনচর্যার প্রতিফলক হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই ঐতিহ্যময় শিল্পধারা হল নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক পটভূমি ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পনিদর্শন, যা সেই সব সম্প্রদায়ের বা জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং প্রচলন ক্ষেত্রের ভৌগোলিক পরিব্যাপ্তির পরিচয় বহন করে। বিচিত্র ও ঐতিহ্যময় এই শিল্পকলার মধ্যে যুগ যুগান্তরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় তথা বাংলার শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রচলিত শিল্পধারার মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে কোন না কোন সাম্রাজ্যের রীতি বা সংস্কৃতির প্রভাব। লোকশিল্প আঙ্গিকগুলিকে আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকি। যেমন- ব্যবহারিক, নান্দনিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি দৃষ্টিকোণের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকশিল্প বিচারের এই দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষিতগুলি শিল্প সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন

অলংকরণশৈলী বা মোটিফ বা নক্শার মাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়। শিল্পে ব্যবহৃত নকশা ও মোটিফগুলি থেকে আমরা সহজেই কোন সংস্কৃতির প্রভাব আছে, তা বুঝতে পারি। এই শিল্পমোটিফকে ধর্মীয় প্রেক্ষিত বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিক থেকে লোকশিল্পকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ পরিবর্তনের পাশাপাশি শিল্প অলংকরণে এসেছে সেই সমাজের প্রভাব। বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলাবাহুল্য বাংলার শিল্পসংস্কৃতি তথা লোকশিল্পে ইসলামিক সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলা লোকশিল্পে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে পড়েছে, তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

২. লোকশিল্পের মোটিফ: উৎস ও ধারণা: শিল্পের সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিকতা ফুটে ওঠে শিল্প অলংকরণ বা প্রকাশশৈলীর মাধ্যমে। ঐতিহ্যগত এই শিল্পশৈলী বা প্রকাশশৈলী বা নকশা ও অলংকরণ হল লোকশিল্পের মোটিফ। শিল্পের ধারণা মানুষের সহজাত হওয়ার ফলে বিভিন্ন অলংকরণ শৈলী সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই শিল্প আঙ্গিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ১৮৪০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্সে মোটিফ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ফ্রেঞ্চ মোটিভ থেকে মোটিফ (Motive>Motif) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফরাসী 'motif' (mou teef) শব্দটি ল্যাটিন 'movere' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হল 'to move'। ল্যাটিন ভাষা থেকে সৃষ্ট হয়ে পরিযায়ী এই মোটিফ শব্দটি ফ্রান্সে এসেই পূর্ণতা পায়। এই মোটিফ শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষিত বা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। মূলতঃ সাহিত্য , সংগীত, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, লোকসংস্কৃতিসহ আরও অন্যান্য বিদ্যাশৃঙ্খলার শাখায় মোটিফ শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এবং এই বিষয়গুলির বিভিন্ন প্রেক্ষিত অনুসারে মোটিফের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্যতার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ পুরাতত্ত্বের বিশ্লেষণে অনেক পূর্ব থেকেই মোটিফ প্রসঙ্গটি গুরুত্ব লাভ করেছে। মোটিফের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কোষগ্রন্থে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করে মোটিফের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। যেমন:

১. মোটিফ হল কোন উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ।
২. বিষয়ভেদে মোটিফগুলির অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা ভিন্নতর।
৩. কোন উপাদানের মধ্যে একই মোটিফের পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি বা Repetition হল মোটিফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪. কোন উপাদানের পরিকাঠামো নির্মাণ করে তার অর্ন্তগত মোটিফের বিন্যাস। অর্থাৎ মোটিফ হল কোন উপাদানের 'Structural principle in a composition'।
৫. কোন উপাদানের ক্ষেত্রে মোটিফ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ মোটিফের মাধ্যমেই কোন বিষয়ের মূলভাব প্রকাশিত হতে পারে।

উল্লিখিত মোটিফের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে মোটিফের সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারি। মোটিফের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা যায় (দাস ও মণ্ডল, ২০১৬: ১১):

> "মোটিফ হল কোন উপাদানের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা বিষয়টির মূল পরিকাঠামো গঠন করে এবং উপাদানটির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে বারংবার ব্যবহৃত হয়।"

অন্যান্য বিদ্যাশৃঙ্খলানির্ভরশাস্ত্রগুলির মত লোকসংস্কৃতিতেও মোটিফ প্রসঙ্গটি ব্যবহৃত হয়। লোকসংস্কৃতিতে সর্বপ্রথম লোকসাহিত্য বিশ্লেষণে 'মোটিফ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ১৯২০ সালে মার্কিন লোকসংস্কৃতিবিদ্ অ্যান্টি আর্ণে কর্তৃক 'মোটিফ' শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ হলেও এর প্রকৃত প্রবক্তা স্টিথ থম্পসন (Stith Thompson)। যিনি ১৯৩২-৩৬ সালে লোককথার বিশ্লেষণে এফ এফ কমিউনিকেশন ও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডিজ পত্রিকায় কতকগুলি সংখ্যায় লোককথার মোটিফ সূচি প্রকাশ করেন। কাজেই লোককথার মোটিফ নির্ণয়ের মাধ্যমেই লোকসংস্কৃতিতে মোটিফ প্রসঙ্গের অবতারণা হয়। লোককথা বা লোকসাহিত্য ছাড়াও

লোকসংস্কৃতির বিপুল আঙিনার বিচিত্র ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হলেও লোকশিল্পের মোটিফ প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রেই এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। যদিও লোকশিল্পে মোটিফ প্রসঙ্গটি ব্যবহারের প্রকৃত সন-তারিখ নির্ণয় আদৌ সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। তবে পুরাতত্ত্বের পরিসরে আলোচিত স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বিশ্লেষণে বহুপূর্ব থেকেই মোটিফ পরিভাষাটি ব্যবহারের চল দেখা যায়। স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অলংকরণ শৈলী বিশ্লেষণে একটি গ্রন্থে মোটিফ সম্পর্কে বলা হয়েছে (Paul, 1997: 430):

> "As a generic term, 'motifs' here refers to identifiable indicates or icons which are represented on buildings in two-or-three-dimensional visual form. A distinction can be made between those motifs that function as signs and those that are symbols."

বিজনকুমার মণ্ডল লোকশিল্প সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে লোকশিল্পের মোটিফের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০৩: ৬৮), যা হল:

> "মোটিফ হল শিল্পীর অভিজ্ঞতার নির্যাস যা কিনা বাস্তবের প্রতিফলন, ধর্মীয় চেতনার স্ফুরণ, কাল্পনিকতার প্রকাশ কিংবা জ্যামিতিক নক্সার প্রয়োগ। মোটিফের মধ্য দিয়েই শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা ও মনস্তত্ত্ববোধের প্রকাশ।"

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, লোকশিল্পের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা কোন শিল্পআঙ্গিকের মধ্যে অবস্থান করে শিল্পের শিল্প-সুষমা বৃদ্ধি করে অথবা শিল্পের ব্যবহারিক-নান্দনিক তাৎপর্য বৃদ্ধি করে অথবা লোকশিল্পের অন্তর্গত বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত নকশা, প্রতীক বা চিহ্নই হল লোকশিল্পের মোটিফ। এই লোকশিল্পের মোটিফগুলি শিল্পে স্থান পায় বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে, যেমন- সামাজিক প্রেক্ষিত, ধর্মীয় প্রেক্ষিত, ব্যবহারিক প্রেক্ষিত প্রভৃতি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কোন নকশা বা মোটিফ একটিমাত্র প্রেক্ষিতকেও ছাড়িয়েও সর্বজনীনতা লাভ করেছে। কার্যতই লোকশিল্পের মোটিফগুলি ঐতিহ্যবাহী ও এর আবেদন শাশ্বত।

৩. লোকশিল্পের মোটিফ: অবস্থান ও বর্গীকরণ: লোকশিল্পের মোটিফ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় একটি সম্যক ধারণা লাভ করেছি। লোকশিল্পের মোটিফ হল শিল্পে অবস্থিত সর্বাধিক ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা ঐতিহ্যানুসারে বারংবার শিল্পকর্মে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। লোকশিল্পে মোটিফের অবস্থান সম্পর্কে বলা যায়, মোটিফ হল শিল্প তথা লোকশিল্পের প্রধান আকর্ষণ। অর্থাৎ মোটিফকে আমরা লোকশিল্পের প্রাণ স্বরূপ ধরতে পারি। ধরা যাক, বাংলার কোন একটি শিল্প, যেমন- নকশী কাঁথাকে যদি আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিই, তবে এটি একটি লোকশিল্পআঙ্গিক। আর এই লোকশিল্প সৃজনে যদি কোন নকশা বা মোটিফ না থাকত, তবে কি সত্যিই এটি শিল্প হিসাবে বিবেচিত হত, না এর নান্দনিক রূপটি সম্পূর্ণতা লাভ করত? সুতরাং বলা যায়, লোকশিল্পে মোটিফের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

লোকশিল্পের মোটিফ যেহেতু শিল্প আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থিত, সেক্ষেত্রে মোটিফগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে মোটিফ চিহ্নিত করে বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। বিষয়, উপাদান, ব্যবহারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত প্রভৃতি মাত্রাভেদে শিল্পমোটিফ চিহ্নিত হয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মধ্যে লোকশিল্পের মোটিফ বিভাজনের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ বা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন তো কেউ উপাদানকে, আবার কেউ কেউ মোটিফ উৎপাদন পদ্ধতিকেও সমান গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বিশেষ লোকসংস্কৃতিবিদ বিজনকুমার মণ্ডল লোকশিল্পের মোটিফকে পদ্ধতিগতভাবে শ্রেণিবিভাজন করেছেন (মণ্ডল, ১৯৯৯: ৪৫)। আবার

'লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক গ্রন্থে লোকশিল্পের মোটিফের বিষয় অনুসারে শ্রেণি বিভাজন করা হয়েছে (মণ্ডল, ২০১১: ১৩)। অপর একজন লোকসংস্কৃতবিদ শীলা বসাক 'বাংলার নকশী কাঁথা' শীর্ষক গ্রন্থে কাঁথার মোটিফ নির্ণয় করতে গিয়ে উপাদান অনুসারে লোকশিল্পের মোটিফ নির্ণয় করেছেন (বসাক, ২০০২: ৬৮)। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'লোককলা প্রবন্ধাবলী' শীর্ষক গ্রন্থে মোটিফগুলিকে উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন (আহমেদ, ২০০৫: ১৬৯)। লোকশিল্পের মোটিফ-সংক্রান্ত শ্রেণিবিভাজনগুলিকে পর্যালোচনা করে সামগ্রিকভাবে একটি শ্রেণিবিভাজন করা হল:

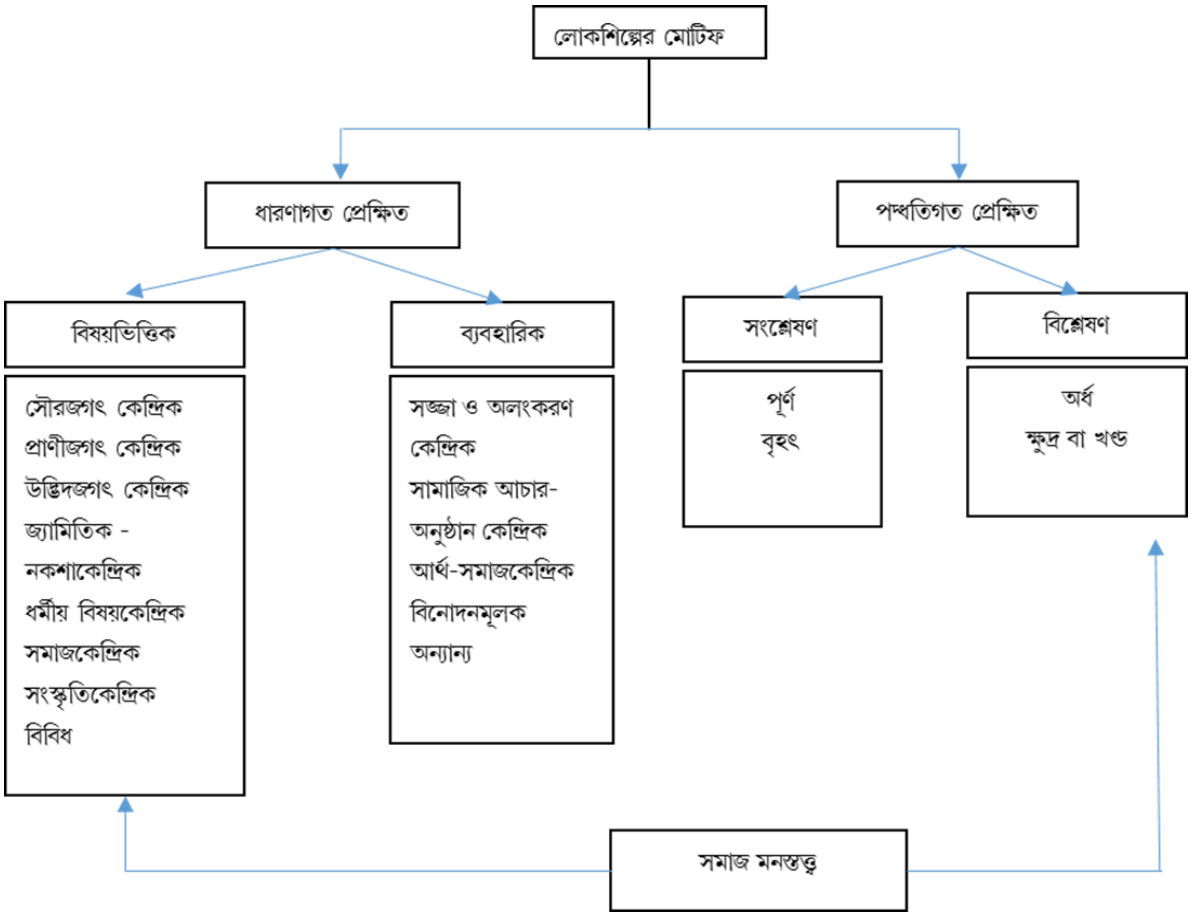

উল্লিখিত ছকটির দ্বারা লোকশিল্পের মোটিফের একটি সামগ্রিক শ্রেণি বিভাজন করা হয়েছে। এখানে লোকশিল্পের মোটিফের ভিত্তিকে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে; যা হল: লোকশিল্পীদের ধারণাগত প্রেক্ষিত ও লোকশিল্পের মোটিফ সৃজনের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিত। লোকশিল্পীদের ধারণাগত প্রেক্ষিতের মধ্যে লোকশিল্পের মোটিফ সৃজনের ক্ষেত্রে আরও দুটি উপবিভাজন করা হয়েছে। যেমন- বিষয়ভিত্তিক ও ব্যবহারিক। এ বিষয়ে লোকশিল্পের মোটিফগুলি কখনও বিষয়ানুসারে আবার কখনও ব্যবহারিক ক্ষেত্রানুসারে বিভাজন করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক ভাবনানুসারে লোকশিল্পের মোটিফগুলি হল: সৌরজগৎকেন্দ্রিক, প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক, উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, জ্যামিতিক-নকশাকেন্দ্রিক, ধর্মীয়বিষয়কেন্দ্রিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতীক প্রভৃতি। আবার লোকসমাজের দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহারিক গুরুত্ব পেয়েছে লোকশিল্পের মোটিফগুলি। সেক্ষেত্রেও আমরা বিভাজনগুলি উল্লিখিত ছকে দেখেছি। অপরপক্ষে লোকশিল্পের মোটিফের সৃজন পদ্ধতি অনুসারে মোটিফ

বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত প্রেক্ষিতকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ; এগুলিরও উপবিভাগ আমরা ছকে লক্ষ্য করে থাকি। লোকশিল্পের মোটিফের এই সমগ্র বিভাজনটি লোকসমাজের মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং এই মোটিফের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটে।

৪. বাংলার লোকশিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস: লোকশিল্প হল মানবসমাজের নান্দনিক ভাবনার প্রতিফলিত ঐতিহ্যানুসারী প্রতিরূপ, যা ব্যক্তি নয়, দল নয় এক সর্বজনীন পরিচায়করূপে স্বীকৃত। বাংলার লোকশিল্পকলার মধ্যে মৃৎশিল্প, শোলাশিল্প, দারু-তক্ষণশিল্প, বয়ন ও বুননশিল্প, সূচিশিল্প, পটশিল্প, ডোকরাশিল্প, শঙ্খশিল্প ও অন্যান্য আরও লোকশিল্প বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এইসব লোকশিল্প বঙ্গভূমিতে কবে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বা তার সূচনা বা উৎপত্তির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া খুব সহজ বিষয় নয়। তবে প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে আমরা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে গেলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সাহায্য নিতে পারি। বাঙালির ইতিহাস বা বাংলার লোকশিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস অর্থাৎ এটি হল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কাহিনি আর এরই মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বাঙালি জাতির উদ্ভব ইতিহাসের কাহিনি। বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের পূর্বে প্রসঙ্গতই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে একটু আলোচনা না করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। ভারতীয় সভ্যতায় আর্য বৈদিক সভ্যতা ও অনার্য দ্রাবিড়িয়ান সভ্যতাকে ১৯২১-২২ সালের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভারতের সর্বাধিক প্রাচীন সভ্যতার বলে মনে করা হত (সেনগুপ্ত, ১৯৮৭: ১২)। কিন্তু ১৯২১-২২-এর সময়কালে প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার প্রাক-আর্য সভ্যতার বা সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ করে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত এই হরপ্পা-মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলি অর্থাৎ খননপ্রাপ্ত ধাতব পাত্র বা অলংকার, মৃৎপাত্র বা নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত লোকশিল্পকলা সে যুগেও কম বেশী ছিল। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের বর্ণনা অনুযায়ী সিন্ধুসভ্যতা যে সব শিল্প পরিচয় পাওয়া যায় (থাপার, ১৯৮০: ২), তা হল নিম্নরূপ:

> "ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে একটা সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা মনে হয়। ধূসর রঙ করা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমদিকে এবং এগুলি ২১০০ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। .....দেওয়ালে রঙ মাখানো জ্যাবড়া ছবি থাকত। এরা তামা এবং লোহার পাত্রেরও ব্যবহার জানত ।"

এছাড়াও মৃৎশিল্প-সংক্রান্ত একটি গ্রন্থে সিন্ধুসভ্যতার প্রাপ্ত শিল্পভাস্কর্য সম্পর্কে এস. কে সরস্বতীর মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য (Saraswati, 1957: 96):

> "It thus satisfied the creative impulse of the ordinary man as much for aesthetic expression as for domestic and ritual needs."

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, প্রাক্-আর্য সভ্যতার থেকেই ভারত তথা বাংলার শিল্পের প্রচলন ছিল এবং তার নান্দনিক অলংকরণের ব্যবহারও ছিল। প্রাচীন বঙ্গের আনুমানিক সীমারেখা ছিল দক্ষিণ রাঢ়, সুহ্ম, সমতট, হরিকেল, তাম্রলিপ্ত, পুন্ড্র প্রভৃতি অঞ্চল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বলেছেন (সেনগুপ্ত, ১৯৮৭: ৮):

> "কেহ কেহ মনে করেন বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ সুহ্মরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী তাহার রাজধানী ছিল। কেহ বা এই দুই নামে দুইটি পৃথক রাজ্যের কথাও বলিয়াছেন।...দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের (সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের) উত্তর-পশ্চিমে পুন্ড্ররাজ্য, পূর্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ইহার ভৌগোলিক সীমা উত্তর-পশ্চিমে দামোদর-অজয়ের তীর ধরিয়া বর্ধমান- বাঁকুড়া- বীরভূম সীমান্ত, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে ২৪ পরগণা ও হুগলী হইয়া বঙ্গরাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।"

এ তো গেল বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখার কথা। এবার আসা যাক, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে, যা আলোচনা না করলে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারাটি সম্পূর্ণ হবে না। বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল

হিসাবে ধরা হয় গুপ্তযুগ ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের সমসাময়িক গৌড়শাসক শশাঙ্কের রাজত্বকাল থেকে (সুর, ১৯৯০: ১৩-১৮)। এই রাজত্বকালের পরবর্তী সময়ে বাংলায় মাৎস্যন্যায় দেখা দেয়। এর সময়কাল আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ পালরাজত্বের সূচনার পূর্বকাল পর্যন্ত। বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা থেকেই সম্ভবত বাঙালি জাতি তথা বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাসকেরাও যে বিভিন্ন শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারও প্রমাণ রয়েছে অজস্র শিল্প নিদর্শনে। অর্থাৎ সে যুগেও যে শিল্পনিদর্শনের সমান গুরুত্ব ছিল তা আমরা জানতে পারি সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনায় (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৪: ২১-২২), যা হল:

> "গুপ্তযুগে বাঙালীর তুলিতে যে চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছিল, কারো কারো মতে তার নিদর্শন রয়েছে অজন্তায়। তাঁদের মতে এতে বাঙালীর তুলির ছাপ সুস্পষ্ট।. . . পালযুগেও যে বাঙালীর সে চিত্রকৌশল অব্যাহত ছিল তাতে সন্দেহ নেই, তাই তার মনোরম নিদর্শন আজও রয়েছে বাঙালীর চিরন্তন আল্পনায়, পিড়িচিত্রে, নক্সীকাঁথার সূচীশিল্পে ও কালীঘাটের পটাঙ্কনে ।"

৫. শিল্প-সংস্কৃতিতে ইসলামিক প্রভাব: বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তুর্কী-আফগান নেতা ইফতিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০৩ (মতান্তরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের সংঘর্ষের ফল পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার বুকে মুসলিম শাসকদের কর্তৃত্ব কায়েম ছিল। ১২০৩-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ- এই সাড়ে পাঁচশো বৎসরই ছিল ইসলামিক সংস্কৃতি তথা মুসলিম শাসনকার্যের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি পর্ব (বিশ্বাস, ২০১১: ৫)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই সময়কালের মধ্যে মুসলমান শাসকদের শাসনকার্যের ধারা অব্যাহত থাকে নি। এর মাঝে রাজা গণেশের বা দনুজমর্দনের রাজত্ব (১৪১৪-১৪১৮খ্রিস্টাব্দ), রাজা টোডরমলের রাজত্ব (১৫৮০-১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ) এবং রাজা মানসিংহের (১৫৮৯-১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালেও বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল। বাংলার ইসলামিক শিল্প-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে মুসলিম শাসনের কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রসঙ্গে নুরুল আমিন বিশ্বাসের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য (বিশ্বাস, ২০১১: ৯):

> "বাংলার রাজনৈতিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিগত সময়সীমা বিভাজন করা হয়েছে এইভাবে: ১২০৪-১৩৩৮খ্রিষ্টাব্দ ও ১৩৩৮- ১৫৩৮ (স্বাধীনরাজ্য); ১৫৩৮-১৫৭৬ (আফগান কর্তৃত্ব); ১৫৭৬-১৭১৫ (মুসলমান সুবা); ১৭১৭-১৭৬৫(স্বাধীন নবাব) ।"

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে মুসলিম শাসকরা বেশ দীর্ঘকাল বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। তবে বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধসংস্কৃতির মানুষেরা কি এত সহজেই ইসলাম ধর্মকে অর্থাৎ ইসলামিক সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল? তা নিশ্চয় নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাঠিন্য, মুসলমান শাসকবর্গের অত্যাচার এবং ইসলামধর্মের সহজসরল ভাবনা এই গতিপথকে সুমসৃণ করেছিল। সাতের দশকের প্রথমার্ধে যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয় সুদূর আরবভূমি থেকে তার প্রভাব কীভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকেই জানতে পারি। কেন বাঙালিরা এই ধর্মকে গ্রহণ করেছিল এবং সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়েছিল, তার সম্পর্কেও নুরুল আমিন বিশ্বাসের এই মন্তব্যটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ (বিশ্বাস, ২০১১: ৯), যা হল:

> "ভারতবর্ষের ইসলামের প্রথম সূত্রপাত ঘটে অখণ্ড বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আরব আগমনের ফলে। বানিজ্যসূত্রে এদেশে এসে তাঁরা বসবাস শুরুকরেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এছাড়া পারস্য থেকে আগত সূফী এবং পীর ফকিরদের প্রভাবে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্নিহিত

জাতপাতের বৈষম্য, অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি ঘৃণাবোধ, বৌদ্ধপীড়ন এবং মোঘল আধিপত্যের ফলে সমাজের নিম্নবর্ণের থেকে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।"

বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মুসলিম রাজত্বকালের প্রথমার্ধে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির সেভাবে প্রসার না ঘটলেও পরবর্তী সময়ে ইসলাম সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্য, শিল্পকলা অতিক্রম করে জনজীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিকার যে পরিবর্তন হল তা বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিল্পধারা প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর বাংলার বুকে প্রভাবিত হয়েছিল। বখতিয়ার খলজীর পরবর্তী তুর্কী-আফগান শাসকরা ছিলেন গীয়াসুদ্দিন (১২১২-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ), তুগরল খাঁ (১২৭৮-১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং রুকনুদ্দীন কাইকাউস (১২৯১-১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ বা চতুর্দশ শতকের শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ, ফখরুদ্দীন, ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ, আজাম শাহ প্রমুখ শাসকবর্গ বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব অটুট রাখেন পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত। এই সমস্ত শাসকবর্গের বাংলা শাসনের মূললক্ষ্য ছিল বাংলার সম্পদ ভাণ্ডার এবং ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানো। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পরবর্তী শাসক রাজা গণেশ (১৪১৪- ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ)-এর রাজত্বকালের পর তাঁর পুত্র যদু ওরফে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ কর্তৃক পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বরবক শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহের হাতে তা সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে। ষোড়শ শতকে হোসেন শাহের আমলে বাংলার শিল্প- সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। সপ্তদশ শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ঔরঙ্গজেবের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ স্বাধীন নবাব হয়ে বাংলার মসনদে বসেন এবং তাঁরই প্রপৌত্র সিরাজদৌল্লার হাতে ১৭৫৭ সালে ইসলামিক শাসনের অবসান ঘটে। এই সুদীর্ঘকালের ইসলামিক শাসনের ইতিহাসে শুধুমাত্র বাংলাকে এই ধর্মদর্শনের ভাবধারায় প্রভাবিতই করেনি, অন্যান্য ধর্মগুলির মত ইসলাম ধর্মের আদর্শও এখানে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. লোকশিল্পের মোটিফের ইসলামিক মোটিফ: বাংলার লোকশিল্পে ইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকর্ম থেকে। লোকশিল্পের প্রধান আকর্ষণ হল লোকশিল্পের মোটিফ বা নকশা। এই প্রতীক বা মোটিফগুলি শিল্পের মধ্যে কোন সংস্কৃতির রূপক হিসাবে অবস্থান করে। সুদূর আরব থেকে ইসলামীয় সংস্কৃতি বা পবিত্র কোরাণের বাণী ঐ ধর্মের মূল আদর্শ হিসাবে বাংলায় প্রসার লাভ করেছিল। এই সংস্কৃতি বাংলার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধসংস্কৃতির সংস্পর্শে কোথাও কোথাও মিশ্র সংস্কৃতিরূপেও অবস্থান করেছিল। ইসলাম ধর্মে শিল্পচর্চায় কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। ফলে কোন শিল্পকর্ম সৃজনের আগে ইসলামীয় অনুশাসনকে মান্য করেই শিল্পসৃষ্টি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ফারাহ খানের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য (Khan, 2009: 1):

"These paintings displayed Muslim cultures and were subject to rules and spirit of Islam. We are aware that Islam prohibits of living beings and therefore geometric patterns and floral motifs have been used by artists to connect their works with Islamic philosophy."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পবিত্র কোরাণের মতানুসারে কোন শিল্পকর্মে মানুষের প্রতিকৃতি বা জীবন্ত অবয়ব অলংকরণ অত্যন্ত গর্হিত (Khan, 2009: 52)। কারণ একমেব ও অদ্বিতীয়ম্ আল্লাহপাক জগৎ ও সমস্ত প্রাণীকুলের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। তাই ইসলামিক শিল্পকলায় কোন ফিগারেটিভ অলংকরণ বা লাইভ বিয়িং- এর চিত্র দেখা যায় না। কারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন এতে আল্লার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। ইসলামীয় শিল্পকলা মূলতঃ ইরাণীয় বা পার্শীয় শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবিতই হওয়ায় ইসলামিক মোটিফে সাধারণতঃ জ্যামিতিক প্যাটার্ন বা উদ্ভিদজগৎ-কেন্দ্রিক অলংকরণ বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাংলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় মুর্শিদাবাদে ইসলামিক শিল্পকলার অধিক প্রভাব দেখা যায়। এছাড়াও কলকাতার মেটিয়াবুরুজের নবাব পরিবার, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের শিল্পরীতি ছাড়াও সমস্ত বাংলার প্রায় সব জেলাতেই কমবেশী ইসলাম সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বহিরাগত

মুসলিম শিল্পরীতি ও স্থানীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মুর্শিদাবাদে তথা বাংলায় এক নতুন শিল্পরীতির বা অলংকরণ শৈলী প্রচলিত হল। এই সময় মুর্শিদাবাদে স্থাপত্য-ভাস্কর্য, বয়ন ও বুনন , হাতির দাঁতের কাজ, শোলাশিল্প, ও অন্যান্য শিল্পকর্ম প্রসারতা লাভ করে। এই সময় মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পধারা বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল।

ইসলামীয় প্রভাবে যেহেতু নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং অবহেলিত বৌদ্ধরা প্রভাবিত হয়েছিল তাই তাদের রীতিনীতি ও আচার-আচরণে এক মিশ্ররীতির প্রভাব দেখা যায়। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং শিল্পগুলির গঠন, অলংকরণ পর্যালোচনা করে ইসলামিক সংস্কৃতিতে সাধারণতঃ দুই ধরনের মোটিফকে গ্রহণ করা হয়েছে (Khan, 2009: 15)। যেমন:

১. জ্যামিতিক নকশা (Geometric Motif)
২. উদ্ভিদ বা ফুল-লতা-পাতাকেন্দ্রিক নকশা (Floral Motif)

বাংলার লোকশিল্পের ইসলামিক মোটিফ নির্ণয় করার পূর্বে ইসলামিক মোটিফ নির্ণয় সম্পর্কিত ফারাহ খানের করেছেন (Khan, 2009: 84-90) মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি ইসলামিক মোটিফকে দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন এবং প্রতিটি মোটিফকে আবার গঠন অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। তাঁর এই বিভাজনকে আমরা একটি ছকে নিম্নরূপভাবে সাজিয়ে নিতে পারি:

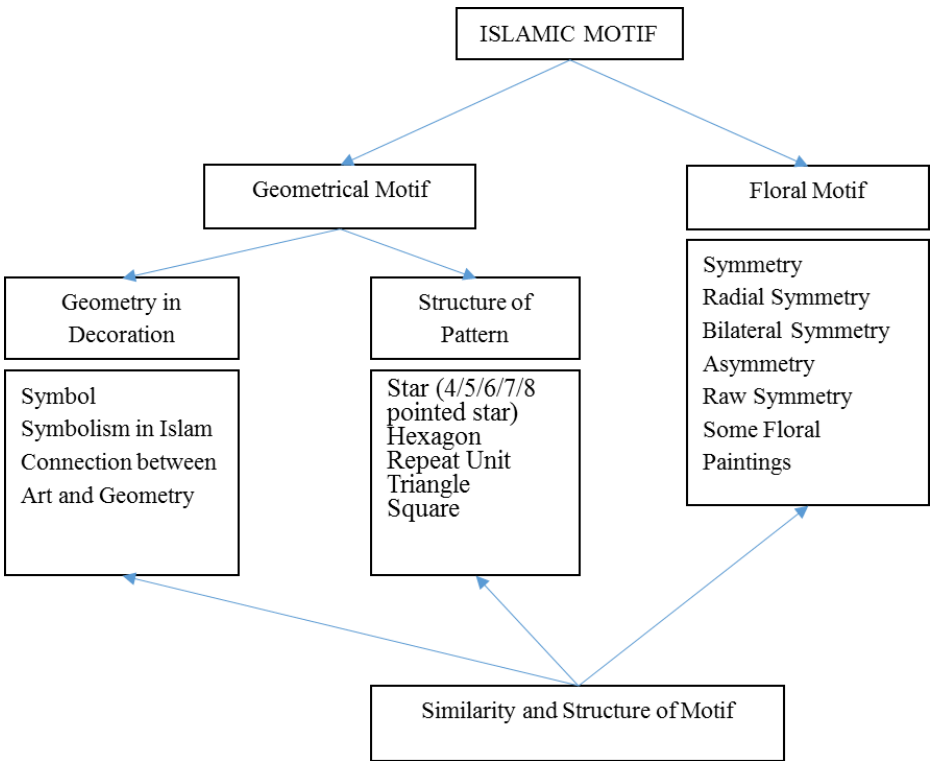

বাংলার লোকশিল্পে এই ধরনের ইসলামিক মোটিফগুলিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে কতকগুলি বিষয়কে নির্ভর করে। সেগুলি হল:

১. ইসলামিক ধর্মাদর্শকে কেন্দ্রীকরণ করে মোটিফ নির্ণয়;
২. এই মোটিফগুলি বাংলার পরিবেশ-প্রসঙ্গের উপর অবস্থান করে নির্ণয়;
৩. জ্যামিতিক নকশা বাংলার বিভিন্ন শিল্পে অবস্থান ও ধারণা;
৪. উদ্ভিদ বা লতাপাতাকেন্দ্রিক মোটিফের সমস্ত লোকশিল্প নির্বিশেষে ব্যবহার;

উল্লিখিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রায় সমস্ত লোকশিল্প অনুসারে ইসলামিক মোটিফকে আমরা একটি ছকের সাহায্যে শ্রেণিবিভাজন করতে পারি:

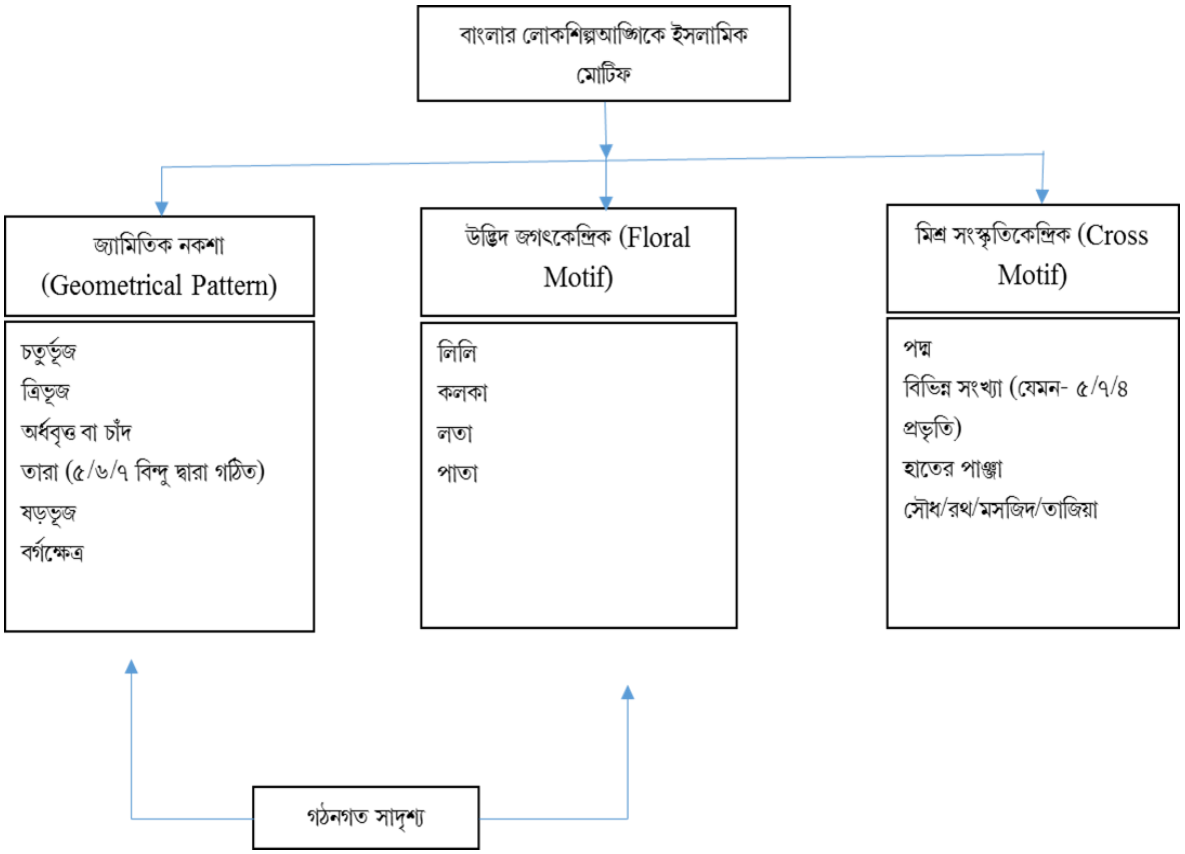

উল্লিখিত ছকটির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার লোকশিল্পে ব্যবহৃত ইসলামিক মোটিফগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা হল: জ্যামিতিক নকশা, উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক নকশা এবং মিশ্রসংস্কৃতিকেন্দ্রিক নকশা। মিশ্রসংস্কৃতিকেন্দ্রিক মোটিফগুলি শিল্প অনুসারে গঠনগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য দেখা গেলেও জ্যামিতিক নকশা ও উদ্ভিদ-জগৎকেন্দ্রিক নকশার গঠন সব লোকশিল্পের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে একই জ্যামিতিক নকশা বা উদ্ভিদ-জগৎকেন্দ্রিক নকশার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিকে (Repitition) একত্রে ইসলাম চিত্রকলায় 'জাফরি' নামে আখ্যায়িত করা হয় (Khan, 2009: 115)। এটি ইসলামিক শিল্পকলার একটি বিশেষ রীতি। বাংলার লোকশিল্পের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত মোটিফগুলি ইসলামিক সংস্কৃতি থেকে এসেছে, তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

মোটিফ নং ১. চাঁদ বা অর্ধবৃত্ত: চন্দ্র বা চাঁদ মোটিফটি ইসলাম সংস্কৃতির প্রতীক (রেখাচিত্র নং. ১)। বিভিন্ন শিল্পে যেমন শোলা, সূচীশিল্প, শঙ্খ, দারু-তক্ষণ প্রভৃতি শিল্পে এই মোটিফ দেখা যায় (চিত্র নং. ১)। বিশেষত নকশী কাঁথায় এই মোটিফ ব্যবহার করা হয়।

চিত্র নং. ১: চাঁদ (গজদন্ত শিল্প)

চিত্র নং. ২: গোলাপফুল (গজদন্ত শিল্প)

চিত্র নং. ৩: লতাপাতা (স্থাপত্য)

মোটিফ নং ২. তারা: বিভিন্ন লোকশিল্পে ব্যবহৃত হয় এই মোটিফটি। স্থাপত্য- ভাস্কর্য অলংকরণে এই মোটিফটির প্রাধান্য দেখা যায় (রেখাচিত্র নং. ৩)।

		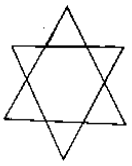	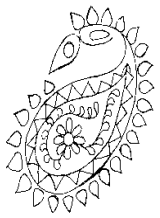
রেখাচিত্র নং. ১. চাঁদ	রেখাচিত্র নং. ২. পাঞ্জা	রেখাচিত্র নং. ৩. তারা	রেখাচিত্র নং. ৪. কলকা

মোটিফ নং ৩. কলকা: কলকা মোটিফটিকে মুঘল সংস্কৃতির অবদান বলা যায়। কলকা একটি তুর্কী শব্দ। কলকা মোটিফটির ব্যবহার প্রায় সব ধরনের লোকশিল্পেই দেখা যায় (রেখাচিত্র নং. ৪)।

মোটিফ নং ৫. ফুল: ইসলাম সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল ফুল। ইসলাম সংস্কৃতিতে প্রাণীর অবয়বের পরিবর্তে বিভিন্ন ফুলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- লিলি, গোলাপ, গুলজার প্রভৃতি (চিত্র নং. ২)। এমনকি বঙ্গ সংস্কৃতির ভৌগোলিক পরিবেশে পদ্ম ও শালুককেও এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে (রেখাচিত্র নং. ৫)।

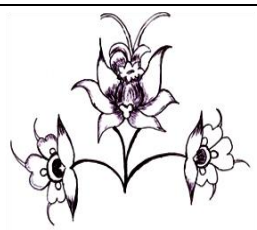		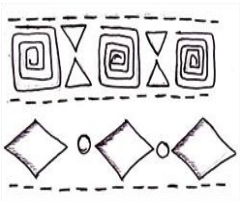	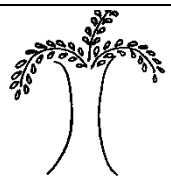
রেখাচিত্র নং. ৫. ফুল	রেখাচিত্র নং. ৬. লতাপাতা	রেখাচিত্র নং. ৭. অন্যান্য জ্যামিতিক নকশা	রেখাচিত্র নং. ৮. জীবন বৃক্ষ

মোটিফ নং ৬. লতাপাতা: ইসলাম ধর্মে সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। মূর্তি বা অনুকৃতি নির্মাণ এই ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতিকেন্দ্রিক নকশার প্রতি লোকশিল্পীরা গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। তাই তাঁদের শিল্পকর্মে নিখুঁতভাবে বিভিন্ন লতাপাতার নকশা চিত্রিত করে থাকে (রেখাচিত্র নং. ৬) (চিত্র নং. ৩)।

মোটিফ নং ৭. অন্যান্য জ্যামিতিক নকশা: ইসলাম সংস্কৃতির সম্পূর্ণতা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার মাধ্যমে। বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশার মধ্যে বরফি, বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভূজ প্রভৃতি মোটিফের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (রেখাচিত্র নং. ৭)। মুসলিম স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এবং অন্যান্য লোকশিল্পেও এই মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং. ৫ ও ৬)। পুনরাবৃত্তি এই নকশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চিত্র নং. ৪: সৌধ বা মিনার (তাঁতশিল্প)

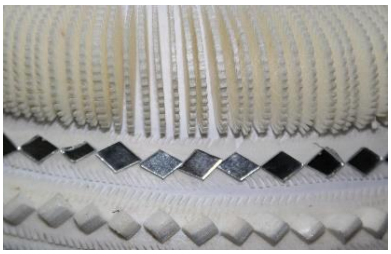

চিত্র নং. ৫: জ্যামিতিক নকশা (শোলাশিল্প)

চিত্র নং. ৬: জ্যামিতিক নকশা (সমাধি সৌধ)

মোটিফ নং ৭. জীবন বৃক্ষ: জীবনগাছ বা সজীবগাছ লোকশিল্পের একটি অন্যতম মোটিফ (রেখাচিত্র নং. ৮)। মুসলিম মিথলজি অনুসারে ধারণা করা হয় যে, বেহেশ্‌তে বা স্বর্গে এই রকম একটি বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে যখন কোন নতুন পাতা জন্মায় তখন পৃথিবীতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। আবার পাতা ঝরে গেলে মানুষের মৃত্যু হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই জন্যই বিভিন্ন লোকশিল্পে এই মোটিফের প্রাধান্য দেখা যায়।

৭. লোকশিল্পে ইসলামিক মোটিফের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা: ইসলাম শব্দটির অর্থ হল শান্তি। বিশ্বের সমস্ত ধর্মমতগুলির মধ্যে বর্তমানে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য ও প্রভাব অনেক বেশী। ইসলামধর্মের মূলসাধনার যে পঞ্চভিত্তি বা স্তম্ভ তা হল, শাহদাহ, রোজা, নামাজ, হজ ও জাকাত অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস, উপবাস, প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা ও দান। ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার লোকশিল্পে আগত এই মোটিফগুলি বাংলার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ (চিত্র নং. ৪)। লোকশিল্পের এই মোটিফগুলির মাধ্যমে লোকসমাজ তাদের নান্দনিক ভাবনা বা সৌন্দর্যপ্রিয়তারই শুধুমাত্র প্রকাশ ঘটে নি, প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মনের সুপ্তবাসনা। ইসলামিক সংস্কৃতির থেকে চিহ্নিত এই মোটিফগুলি বাংলার তথা বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাঁদ ও তারা এই মোটিফগুলি ইসলাম ধর্মের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন সংখ্যা যেমন- পাঁচ বা পাঞ্জা হল পবিত্র মুসলিম পাঞ্জাতনের প্রতীক, তাই লোকশিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মে এই মোটিফটি ব্যবহার করেন (রেখাচিত্র নং. ২)। উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন মোটিফের প্রতিও ইসলাম সংস্কৃতিতে সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামিক সংস্কৃতিতে জ্যামিতিক নকশা ও উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের প্রাধান্য রয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যামিতিক নকশার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। জ্যামিতিক নকশার রেখা ও অবয়বগুলিকে ইসলামিক দর্শনের সৌন্দর্যবোধের পরিচায়করূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ জগৎকেন্দ্রিক মোটিফগুলি ইসলামের নান্দনিকতা, কোমলতা ও উদারতার পরিচয়বাহক হিসেবে কাজ করে বলে মনে করা হয়। কিছু নিদির্ষ্ট বিধিনিষেধের জন্যই এই সংস্কৃতিতে শিল্পচর্চায় একটা নমনীয় শিল্পসৌকর্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে মোটিফগুলি হল রহস্যাবৃত অথচ স্নিগ্ধ-সুন্দর। এছাড়াও মোটিফগুলিতে ব্যবহৃত উজ্জ্বল রঙ আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টির প্রতি মুগ্ধতার প্রতীক হিসাবে কাজ করে। তবে মিশ্রসংস্কৃতি থেকে আগত

মোটিফগুলিও ইসলামিক সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে থাকে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই ইসলামিক মোটিফের তাৎপর্য আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জ্যামিতিক নকশা মোটিফের মধ্যে চতুর্ভূজ মোটিফটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, চতুর্ভূজের চারটি কোণ জীবজগৎ সৃষ্টির চারটি মৌলিক উপাদান যেমন- জল, বায়ু, মাটি, অগ্নি বা তেজকে নির্দেশ করে। ইসলামিক দর্শনে যাকে জীব সৃষ্টির মূল উপাদান বলা হয়। সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার লোকশিল্পে ইসলামিক মোটিফের প্রভাব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৮. উপসংহার: বাংলার লোকশিল্পের ইসলামিক মোটিফের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামিক সংস্কৃতির Geometrical ও Floral Patterns বাংলার লোকশিল্পের অলংকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামিক মোটিফগুলি ইসলামিক ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হলেও বাংলারা গাঙ্গেয় সমভূমিতে এগুলির সঙ্গে অন্যান্য সাংস্কৃতিক মোটিফের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যদিও ইসলামিক মোটিফের মূলউৎস হল প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিক বিষয়াবলীর বারংবার পুনরাবৃত্তি। ফলে বাংলার বুকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন লোকশিল্পের মধ্যে যেমন- শঙ্খ, শোলা, বয়ন ও বুনন, দারু-তক্ষণ, স্থাপত্য-সৌধ প্রভৃতিতে এই সমস্ত মোটিফের প্রাধান্য দেখা যায়। শুধুমাত্র শাসকবর্গের অনুশাসনই নয়, এই সমস্ত মোটিফগুলি স্বতঃপ্রণোদিতভাবেও বাঙালি লোকশিল্পীর জনজীবনে ও শিল্পীর শিল্পকর্মে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলার সমস্ত লোকশিল্প আঙ্গিকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি শিল্পের মধ্যে কমবেশী ইসলামিক মোটিফের অবস্থান রয়েছে এবং কোন কোন শিল্পের পরিচায়করূপে সমাজে মান্যতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,* ঢাকা: গতিধারা, ২০০৫, পৃ. ১৬৯।
2. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত, *অথ শঙ্খশিল্প কথা,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃ. ৬৮।
3. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪, পৃ. ২১-২২।
4. থাপার, রোমিলা, *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০,পৃ. ২।
5. দাস, টগরী ও সুজয়কুমার মণ্ডল, *লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্য,* ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোসাল সায়েন্স, করিমগঞ্জ: স্কলার পাবলিকেশন, জুন সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ১১।
6. দাস, টগরী ও সুজয়কুমার মণ্ডল, *লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্য,* ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোসাল সায়েন্স, করিমগঞ্জ: স্কলার পাবলিকেশন, জুন সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ১১।
7. বসাক, শীলা, *বাংলার নকশি কাঁথা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ৬৮।
8. বিশ্বাস, নুরুল আমিন, *মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস;* কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ৯।
9. মণ্ডল, বিজনকুমার, *সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প,* কলকাতা: দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫।
10. মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনম্ কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩।
11. সুর, অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা: জ্যোৎস্নালোক, ১৯৯০, পৃ. ১৩-১৮।
12. সেনগুপ্ত, কান্তি প্রসন্ন, *দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ),* কলকাতা: কে. পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭, পৃ. ৮।

13. Khan, Farah, *Geometrical and Floral Motifs in Indian Islamic Paintings,* (Thesis Paper), Aligarh: Aligarh Muslim University, 2009, Pp.1.
14. Paul, Oliver (Ed.), *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (Vol. 1),* Cambridge: Cambridge University, 1997, Pp.430.
15. Saraswati, S.K., *A Survey of Indian Sculpture,* Calcutta: Firma L.L. Mukhopadhyay; 1957, Pp. 96.

গ্রন্থপঞ্জি:

1. আল-কারয়াভী, আল্লামা ইউসুফ (অনুবাদ: মাহফুজুর রহমান), *ইসলাম ও শিল্পকলা*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭।
2. আলম, মো.রফিকুল, *বিশ্বের মৃৎশিল্প,* ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪।
3. আহমেদ, ওয়াকিল, *লোককলা প্রবন্ধাবলী,* ঢাকা: গতিধারা, ২০০৫।
4. আহমেদ, ওয়াকিল, *লৌকিক জ্ঞানকোষ,* ঢাকা: গতিধারা, ২০১১।
5. গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (১ম খণ্ড)*, কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০০০।
6. ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৩।
7. চট্টোপাধ্যায়, সৌগত, অথ শঙ্খশিল্প কথা, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩।
8. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।
9. থাপার, রোমিলা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০।
10. বসাক, শীলা, বাংলার নকশি কাঁথা, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।
11. বসাক, শীলা, *বাংলার ব্রত-পার্বণ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।
12. বিশ্বাস, নুরুল আমিন, *মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস;* কলকাতা: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ২০১১।
13. বিশ্বাস, রঞ্জিত, *লোকঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা: ইন্দিরা প্রকাশনী, ২০০১।
14. ভট্টাচার্য, মিহির ও অন্যান্য, *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসি সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৪।
15. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, বাংলা *লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসীসংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫।
16. মণ্ডল, বিজনকুমার, *সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প,* কলকাতা: দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯।
17. মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়,* কোলকাতা: সেতুবন্ধন প্রকাশনী, ১৯৯৯।
18. মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনম্ কোলকাতা, ২০১১।
19. সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।
20. সুর, অতুল, *বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা: জ্যোৎস্নালোক, ১৯৯০।
21. সেনগুপ্ত, কান্তি প্রসন্ন, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কলকাতা: কে. পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭।
22. হবিবুল্লাহ, এ. বি. এম, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭।
23. হাসান, সৈয়দ মাহমুদূল, *মুসলিম চিত্রকলা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩।

ইংরাজী গ্রন্থ :

1. Bandopadhyaya, Sudipa, *Architectural Motifs in Earley Mediaeval Arts of Eastern India*, Calcutta: R.N. Bhattyachariya Publishers, 2002.
2. Boldt-Irons, Leslie, Fedrici Corrado and Virgutti Ernesto, *Image and Imagery*, New York: Poter Lang, 2002.
3. Byars, Mel, *The Design Encyclopedia*, London: Lorence king Publishing, 1994.
4. Chandra, Satish, History of Mediaval India (800-1700), Delhi: orient Blackswan, 2007.
5. Ganguli, Kalyan Kumar, *Designs and Motifs in Indian Art*, Kolkata: Shishu Sahity Samsad, 1998.
6. Ghosh, Sankar Prosad, *Terracottas of Bengal*, Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1986.
7. Ghulam, Yahya, *Crafting Tradition*, New Delhi: Aryan Book International, 2005.
8. Ghosh, Binoy, *Traditional Arts and Crafts of West Bengal*, Kolkata: Papyrus-2, 1981.
9. Khan, Shamsuzzaman, *Folklore of Bangladesh (Vol. II*), Dhaka: Bangla Academy, 1992.
10. Khan, Farah, Geometrical and Floral Motifs in Indian Islamic Paintings, (Thesis Paper), Aligarh: Aligarh Muslim University, 2009
11. Laing, John and David Wire, *The Encyclopedia of Sign, Symbols*, London: Studio Edition, 1993.
12. Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Massachusetts: Incorporated Publishers, 1995.
13. Mitra, Moitreyee and Dipendranath Mitra (Ed.), *Oxford English-English-Bengali Dictionary*, Oxford: The Oxford University Press, 2013.
14. Mukherjee, Meera, *Folk Metal Crafts of Eastern India*, New Delhi: All India Handicrafts Board, 1977.
15. Paul, Oliver (Ed.), *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (Vol. 1*), Cambridge: Cambridge University, 1997.
16. Pearshall Judy and Bill Trumble (Ed.), *Oxford English Reference Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2003.
17. Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English, Oxford: Oxford University Press, 2010.
18. Saraswati, S.K., *A Survey of Indian Sculpture*, Calcutta: Firma L.L. Mukhopadhyay; 1957.
19. Stutley, Margaret, *The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography*, London: Roulledge and Kegan Paul Publishers, 1985.

20. Zavery, Pradip, *Wallpainting of North and Central Gujrat*, New Delhi: Niyogi Books, 2014.

পত্র-পত্রিকা:

- দাস, টগরী ও সুজয়কুমার মণ্ডল, *লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বৈচিত্র্য,* ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ জার্নাল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, করিমগঞ্জ: স্কলার পাবলিকেশন, ২(১), ২০১৬।
- Ahmed, Ar. Sayed, *The Spiritual Search of Art Over Islamic Architecture with Non-FigurativeRepresentation*, Indonesia: Journal of Islamic Architecture, 4(1), 2016.
- Carey, Moya and Graves, Margaret S, *Introduction: the historiography of Islamic art and Architecture*, United Kingdom: Journal of Art Historiography, June, 2012.
- Dilmi, Djamel, *Islamic Art Museum, Malaysia: Educational Tool for Reviving Architectural Heritage*, Indonesia: Journal of Islamic Architecture, December, 2013.
- Ekitan, Sema, *The Principles of Ornament in Islamic Art and Effects of These Principles on the Turkish Carpet Art*, Pakisthan: Current Research Journal of Social Science, March, 2011.

ওয়েবসাইট :

http:// www.vocabulary.com/dictionary/motif. Viewed on -07/08/2015
http://www.google.co.in/search/motif/definition. Viewed on -07/08/2015
http:// www.merriam-webster.com/dictionary/motif. Viewed on -08/08/2015
http://wikipedia/wiki/specialreference, Viewed on -15/08/2015
http://oxford dictionary.com, Viewed on -15/08/2015
http://dictionary.reference.com/browse/symbol, Viewed on -18/08/2015
http://en.wikipedia.org/wiki/symbol, Viewed on -07/08/2015